# ও,আর,এ কর্তৃক বাস্তবায়িত
# সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী কর্মসূচীর সমাপনী প্রতিবেদন

**অর্থায়নেঃ**

**বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)**

**প্রতিবেদন কালঃ মার্চ-২০০৬ ইং থেকে নভেম্বর-২০০৬ইং**

---

**বাস্তবায়নেঃ**

**অর্গানাইজেশন ফর রুরালএ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)**
নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
মোবাঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১২১৫৩০৫৭

০১.কর্মসূচীর নাম : সামাজিক যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী

০২.কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সমুহঃ

- অতি দরিদ্র নারী প্রধান পরিবারগুলুর সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা।
- গ্রামীন অতি দরিদ্র নারীদের ক্ষুদ্রঋন কর্মসূচীতে অংশগ্রহনে সক্ষম করে তোলা।
- গ্রামীন অতি দরিদ্র নারীদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- আয় মূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

০৩.বাস্তবায়ন কারী সংস্থাঃ অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)**

০৪.সংস্থার ঠিকানা :

| **প্রধান অফিস** অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)** নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ মোবাঃ ০১৭১২ ১৫৩০৫৭ | **জেলা অফিসঃ** অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)** **জেমিনী টেক্সটাইল রোড গাইটাল, কিশোরগঞ্জ মোঃ ০১৭১১৬২২৬০৯ ০১৭১৮৬৪৭৭৭৬** | **ঢাকা অফিস** অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট **(ও,আর,এ)** ২৭১ / ৭, (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ৯১২৯৪১০, ০১৭১১৬২২৬০৯ |
|---|---|---|

০৫.কর্ম এলাকাঃ

| **জেলার নাম** | **উপজেলার নাম** | **ইউনিয়নের নাম** |
|---|---|---|
| **কিশোরগঞ্জ** | **করিমগঞ্জ** | **করিমগঞ্জ পৌরসভা** |
| | | **করিমগঞ্জ** |
| | | **দেহুন্দা** |
| | | **জাফরাবাদ** |
| | | **নোয়াবাদ** |
| | | **জয়কা** |

০৬.ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের গরীব মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা সহ দেশের ছোট, বড় ,স্থানীয় পর্যায়ের এবং আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায বহু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিন্তু আমরা কি কাংখিত লক্ষ্য মাত্রায় পৌছঁতে পেরেছি? বোধ হয় না। এর হয়ত বা অনেক কারন রয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে যাদের জন্য উন্নয়ন তারাই রয়েছে পরিকল্পনার বাইরে। যে গ্রামের মানুষের জন্য উন্নয়ন তারাই রয়েছে অন্ধকারে। যতদিন পর্যন্ত এলাকার লোকজন সচেতন না হবে, বুঝতে না পারবে তাদের সমস্যা এবং এর পরিত্রানের উপায় কি ততদিন পর্যন্তই তাদের উন্নয়ন ধুকে ধুকে পথ চলবে। তবে অনেক পরে হলেও সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কঠিন পথটি বেছে নিয়েছে হত দরিদ্রদের উন্নয়নের লক্ষ্যে "সামাজিক যোগাযোগ কর্মসূচী"।

## ০৭.কর্মসুচীর আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সমুহঃ

- নাটক দল তৈরী।
- নাটক কর্মীদের প্রশিক্ষন প্রদান।
- গণ গবেষনা করা।
- নাট্য কর্মীদের কর্মশালা করা।
- নাটক পূর্ব যোগাযোগ।
- নাটক প্রদর্শন করা।
- প্রথম কমিউনিটি মিটিং করা।
- দ্বিতীয় কমিউনিটি মিটিং করা।
- অডিও বাজানো।
- ভিডিও প্রদর্শনী করা।
- ইমাম কর্মশালা করা।
- যোগাযোগ ফোরাম তৈরী করা।
- স্কুল কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা করা।

## ০৮. কর্মসুচী বাস্তবায়ন কৌশলঃ

৮.কঃ নাট্য দল তৈরী, গণ গবেষনা,যোগাযোগ ফোরাম তৈরী করা এবং প্রশিক্ষন পরিচালন :

এ কর্মসুচীর মূল উদ্দেশ্যই হল যে যে এলাকার উন্নয়ন হবে সেই এলাকার মানুষের মাধ্যমেই পরিকল্পনা প্রনয়ন করে তাদের সম্পদের মাধ্যমেই এলাকার উন্নয়ন করা। আর সে লক্ষেই প্রথমেই কর্ম এলাকো থেকে সাংস্কৃতিমনা লোকদের নিয়ে একটি নাট্য দল তৈরী করে সেই এলাকার সমস্যা নিয়ে তৈরী করা হয় গণ নাটক। নাটককে কার্যকরী করার লক্ষ্যে যোগাযোগ কর্মী নাটকের পূর্বে এবং পরে গ্রামের মানুষের সাথে তৈরী করেন গভীর সর্ম্পক। তারপর থেকেই শুরু হয় হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসুচী প্রনয়ন। যদিওবা এ কাজটি খুবই কঠিন কেননা এখনকার মানুষ শুধু পেতে চায় দিতে চায় কম। এলাকার জনগনকে উদ্বোদ্ধ করনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় যোগাযোগ ফোরাম ।আশা করা হচ্ছে যোগাযোগ ফোরামই হবে উন্নয়নের প্রান কেন্দ্র।

### ০৯.উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা করা:

এ কর্মসুচীর মাঝে উল্লেখযোগ্য দিক হল যে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিয়ে কর্মশালা করা এবং তাদের দ্বারা সমাজের অতি দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু করার কমিটমেন্ট তৈরী করা। এতে করে সমাজের বিত্তবানদের মাঝে এর একটি ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এ কর্মসুচীর মাধ্যমে অবহেলিতদের জন্য কিছু করা যাবে।

### ১০. ধর্মীয় নেতাদের কর্মশালা:

সমাজে ধর্মীয় নেতাদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা আমরা সবাই জানি কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় সমাজিক সচেতনতা বোধের অভাবে আমরা অনেক কাজ আদায় করতে ব্যার্থ হয়েছি। এ কর্মসুচীতে তাদের অংশ গ্রহনটি খুবই সময় উপযোগী হয়েছে। তবে তাদের মাধ্যমে কিছু সুনির্দ্দিষ্ট কাজ নিতে পারলে কর্মসুচীর স্থায়িত্বশীলতায় সহায়ক হবে।

### ১১. কর্মসুচী বাস্তবায়নের ফলে সমাজে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে এবং এ পর্যন্ত অর্জিত ফলাফল:

কর্মসুচী বাস্তবায়নের ফলে কর্ম এলাকায় এর একটি ইতি বাচক প্রভাব পড়েছে। এলাকার সমাজপতিদের মনে অতি দরিদ্রদের জন্য বিত্তবানদের কিছু করা প্রয়োজন এ তাগিদটুকু এসেছে এবং কিছু কাজও হয়েছে। যেমন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে সাহায্য এনে এবং নিজ থেকে প্রদেয় সাহায্য দিয়ে কয়েকজন অতি দরিদ্রদের সাহায্য করেছেন।

| ক্র..নং | নাম ও ঠিকানা | কাজের ধরন | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | সখিনা খাতুন, নানশ্রী, করিমগঞ্জ | চিকিৎসা সহায়তা | ১,০০০.০০ | |
| ০২ | জামেনা খাতুন স্বামী: আ: কাইয়ুম গাইটাল কিশোরগঞ্জ | ঘরের ভিটার জায়গা ক্রয় | ৩,০০০.০০ | |
| ০৩ | মো: মোখলেছুর রহমান | লেখা পড়ার খরছ চালানোর জন্য | ২,০০০.০০ | জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে |
| ০৪ | মোছা: গোলেছা খাতুন, সিংগুয়া, নোয়াবাদ, করিমগঞ্জ | ঋন পরিশোধের লক্ষ্যে | ৩,০০০.০০ | |

তা ছাড়া এ কর্মসুচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ পর্যন্ত নোয়াবাদ ইউনিয়নে ইউনিয়ন ফোরামের উদ্দোগে দুটু উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

### ১২. কর্মসুচী বাস্তবায়নে সুবিধা ও অসুবিধা সমুহ:

প্রকৃত অর্থে গন মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের কাজ এর কোন বিকল্প নেই। জন সাধারনকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কর্মসুচী খুবই বাস্তব সম্মত।

### ১২.ক.কর্মসুচীর সুবিধা সমুহঃ

- জন সাধারনকে সহজে বিষয় সম্পর্কে জানানো যায়।
- আনন্দ গন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় সমাজের প্রায় সকল স্থরের মানুষের উপস্থিতি সম্ভব হয়।
- সমাজের সর্ব স্থরের মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সর্ম্পক স্থাপন সহজ হয়।
- প্রকল্পের স্থায়িত্বশীলতা সৃষ্টিতে সহায়ক পন্থা।

### ১২.খ.কর্মসুচীর অসুবিধা সমুহঃ

- যোগাযোগ কর্মীর মানব যোগাযোগ, প্রেষনা এবং উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন দক্ষতা কম।
- অতি দরিদ্র জন সাধারনের জন্য আর্থিক কিংম্বা বস্তুগত সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকা।
- একই উপজেলায় ব্র্যাক-এর অতি দরিদ্র কর্মসুচী থাকায় কর্মসুচী বাস্তবায়ন কঠিন।

### ১৩.কার্যক্রমের সফলতাঃ

- সমাজের বিত্তবানদের মাঝে হত দরিদ্রদের ব্যাপারে কিছু করার মানসিকতা সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরী হয়েছে।
- কর্ম এলাকায় জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হয়েছে।

### ১৪. কর্মসুচীর সীমাবদ্ধতাঃ

- যোগাযোগ ফোরামের নেতৃত্বদান কারী সদস্যদের জন্য দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন মূলক আবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা না থাকা।
- গ্রাম পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা না থাকা।
- কর্মসুচীর সময় সীমা কম হওয়া
- ব্র্যাক -এর অতি দরিদ্র কর্মসুচী এবং পার্টনার এনজিও-র অতি দরিদ্র কর্মসুচীর মিল না থাকা।

### ১৫. কর্মসুচী উন্নয়নের জন্য সংস্থার তরফ থেকে সুপারিশ মালাঃ

উন্নয়নের কোন শেষ নেই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঠিক তেমনি কর্মসুচীর মান উন্নয়নেরও শেষ নেই। ভবিষ্যৎ কর্মসুচীর দায় বদ্বতা এবং স্থায়িত্ব শীলতার লক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে নিম্ন বর্নীত সুপারিশ গুলু সদয় বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করছিঃ

- যোগাযোগ কর্মীর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সর্ম্পক ও মানব যোগাযোগ এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- যোগাযোগ ফোরামের নেতৃত্ব দানকারী সদস্যদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- অতি দরিদ্রদের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্বি মূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- যোগাযোগ কর্মীর জন্য একটি সাইকেল এর ব্যবস্থা করা।
- সংস্থার কর্মসুচী সমন্বয় কারীর জন্য নুন্যতম সম্মানীর ব্যবস্থা করা।

প্রতিবেদন জমা দানকারীঃ

(এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম)

অতি দরিদ্র জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে
"জিও এনজিও সুশীল সমাজের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা।"

আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতায়: বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

বাস্তবায়নে: অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০১৭১১৬২২৬০৯

## কর্মশালা সুচী

| সময় | বিষয় | পদ্ধতি |
|---|---|---|
| ১ম পর্ব | **কর্মশালার উদ্বোধন** | |
| ০৯:৩০-১০:০০ | রেজিষ্ট্রেশন | - |
| ১০:০০-১০:১০ | পরিচয় পর্ব | নিজে নিজে পরিচয় |
| ১০:১০-১০:২০ | স্বাগত বক্তব্য | বক্তৃতা প্রদান |
| ১০:২০-১০:৪০ | বিশেষ অতিথি বৃন্দের বক্তব্য | বক্তৃতা প্রদান |
| ১০:৪০-১১:০০ | প্রধান অতিথির বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্বোধন | বক্তৃতা প্রদান |
| ১১:০০-১১:৩০ | **চা বিরতি ও ভিডিও প্রদর্শন** | |
| ২য় পর্ব | প্রকল্প পরিদর্শন | |
| ১১:৩০-১২:০০ | ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত অতি দরিদ্র কর্মসুচীর উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা। | প্রশ্ন উত্তোর ও বক্তৃতা |
| ১২:০০-০২:০০ | প্রকল্প পরিদর্শন | প্রকল্প পরিদর্শন |
| ০২:০০-০২:১৫ | উনমুক্ত আলোচনা | প্রশ্ন উত্তোর |
| ০২:১৫-০২-৩০ | প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ ও সমাপনী বক্তব্য | দলীয় কাজ |
| ০২:৩০-০৩:৩০ | মধ্যাহ্ন ভোজ ও সমাপ্তি | |

# কেন এই কর্মশালা ?

বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী দেশে বিদেশে বহুলভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত। যদিও এ সফলতা যতটা দ্রুততম সময়ে ও ব্যাপকভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা হয়নি। কতগুলো সীমাবদ্ধতা যেমন ঃ অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূর্বল পৃষ্ঠাপোষকতা এর কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অধিকাংশই অতিদরিদ্রদের জন্য উপযোগী ছিল না। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর কাঠামো, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ছিল ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য অকার্যকর এবং ত্রুটিপূর্ণ। দেখা গেছে, যারা মাটামুটি গরীব অর্থৎ দারিদ্রসীমার একটু উপরে বা নীচে অবস্থান করছে, তারাই ছিল ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা। কিন্তু অতি দরিদ্র যারা দারিদ্রসীমার অনেক নীচে অবস্থান করছে তারা এ ধরণের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়নি বা হতে আগ্রহ বোধ করেনি। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারেঃ

- নিয়মিত আয়ের প্রবাহ বা ব্যবস্থা না থাকা যা দিয়ে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা যায়।
- ঋণের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ।
- সর্বোপরি নিত্যকার অতি প্রয়োজনীয় চাহিদার দরুণ সঞ্চয়ে ব্যর্থতা।

এ জাতীয় অনিশ্চয়তার কারণেই অতিদরিদ্র মনুষরা হয়তোবা ঋণ গ্রহণ ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে অথবা উপেক্ষিত রয়ে গেছে ।

এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, প্রচলিত ধারা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচীর মাধ্যমে এই অতি দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার নতুন আঙ্গিকে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন, যা বাস্তবায়নে সরকারী, বেসরকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য। ইতোমধ্যে ব্র্যাক অতিদরিদ্র কর্মসূচী নামে জানুয়ারী ২০০২ ইং সন থেকে দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত স্থান রংপুর, নিলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলায় একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেছে যা দরিদ্র বিমোচনের প্রচলিত মডেল থেকে ভিন্নতর।

এই অতি দরিদ্রদের আর্থসামাজিক অবস্থা, তাদের উন্নয়নে সকলের কি করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনার জন্য ব্র্যাক অ্যাডভোকেসি ইউনিটের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন।

কর্মশালার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

- চিহ্নিত করিমগঞ্জ উপজেলার সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সেবায় অতি দরিদ্রদের প্রবেশগম্যতা বাড়া।
- অতি দরিদ্রতা সম্পর্কে সরকারী, বেসরকারী সংস্থা তথা সুশীল সমাজকে অবহিত করা।
- সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিদরিদ্রদের উপযোগী সম্পদ ও সম্পদ প্রাপ্তিতে সদস্যা চিহ্নিতকরণ।
- সম্পদপ্রাপ্তি সহজলভ্য ও নিশ্চিত করার সমাধান খোঁজাসহ অতিদরিদ্র মানুষদের সহায়তায় সকলে এগিয়ে আসায় উদ্বুদ্ধ করা।

কর্মশালার প্রত্যাশা ঃ

- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করার জন্য সংশিষ্ট সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজ তাদের চলমান কর্মসূচী ও নীতিমালার পর্যালোচনা করবেন।
- পর্যালোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সেবা ও দ্রব্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃতই উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন।
- অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যরা কর্মশালায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হবেন।
- ব্র্যাক এর অতিদরিদ্র কর্মসূচীতে চিহ্নিত সদস্যের জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে সকলের সহায়তা নিশ্চিত হবে।

# কর্মশালার উদ্দেশ্য

- করিমগঞ্জ উপজেলায় চলমান এবং চিহ্নিত সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সেবায় অতি দরিদ্রদের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো।
- অতি দরিদ্রতা সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা তথা সুশীল সমাজকে অবহিত করা।
- সরকারী -বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি দরিদ্রদের উপযোগী সম্পদ ও সম্পদ প্রাপ্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করন।
- সম্পদ প্রাপ্তি সহজলভ্য ও নিশ্চিত করার সমাধান খোঁজাসহ অতি দরিদ্র মানুষের সহায়তায় সকলে এগিয়ে আসায় উদ্বোদ্ধ করা।

এক নজরে

## সামাজিক যোগাযোগ কার্যক্রমের উপাদান সমূহ

- গবেষণা
- গণনাটক
- অডিও প্রচার
- অডিও লাইভ শো
- ভিডিও প্রদর্শনী
- কমিউনিটি মিটিং
- কুইজ প্রতিযোগিতা
- যোগাযোগ ফোরাম
    - গ্রাম পর্যায়
    - ইউনিয়ন পর্যায়
    - স্কুল ও টিউশন কার্যক্রম
- ইমাম ফোরাম
- কর্মশালা
    - ইউনিয়ন কর্মশালা
    - উপজেলা কর্মশালা
    - জেলা কর্মশালা
- মিডিয়া কার্যক্রম

ব্র্যাক এডভোকেসি এ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ইউনিট (বাহরু)
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

# এক নজরে করিমগঞ্জ এলাকা অফিসের অতি দরিদ্র কর্মসূচী

| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | গ্রাম সংখ্যা | TUP সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | নোয়াবাদ | ৫ | ৫১ | |
| ২. | গুজাদিয়া | ৭ | ৬৫ | |
| ৩. | কাদির জঙ্গল | ৪ | ৪৪ | |
| ৪. | দেহুন্দা | ৪ | ৪২ | |
| ৫. | করিমগঞ্জ | ৬ | ৬৮ | |
| ৬. | জাফরাবাদ | ৩ | ২৭ | |
| | মোট= | ২৯ | ২৯৭ | |

**TUP সাল-২০০৩ ঃ**

| ক্রমিক নং | এন্টারপ্রাইজ | TUP সংখ্যা | সম্পদের মূল্য | সাবসিস্টেন্স এলাউন্স | স্বাস্থ্য সেবা বাবদ খরচ | মোট খরচ | গড় খরচ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | গাভী পালন | ৩৭ | ২,৯৬,০০০ | ১,৩৪,৬৮০ | ১৩,৪৯০ | ৪,৪৪,১৭০ | ১২,০০৫ |
| ২. | ছাগল পালন | ৫০ | ১,৯৮,৫০০ | ৯১,০০০ | ১৮,২০০ | ৩,০৭৭০০ | ৬১৫৪ |
| ৩. | নন ফার্ম | ১৩ | ৫১,২২০ | ৪৭,৩২০ | ৪,০৫৬ | ১০,২৪৯৬ | ৭৮৯২ |
| | মোট= | ১০০ | ৫,৪৫,৭২০ | ২,৭৩,০০০ | ৩৫,৭৪৬ | ৮,৫৪,৪৬৬ | ২৬০৫১ |

**TUP সাল-২০০৫ ঃ**

| ক্রমিক নং | এন্টারপ্রাইজ | TUP সংখ্যা | সম্পদের মূল্য | সাবসিস্টেন্স এলাউন্স | স্বাস্থ্য সেবা বাবদ খরচ | মোট খরচ | গড় খরচ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | গাভী পালন | ১০০ | ৮৪,৪,২০০ | ৫,৪৬,০০০ | ৩২,৯০০ | ১৪,২৩,১০০ | ১৪,২৩১ |
| ২. | গবাদী সএ পালন | ৭৫ | ৪,৭১,৩০০ | ২,০৪,৭৫০ | ২৪,৬৭৫ | ৭,০০৭২৫ | ৯,৩৪৩ |
| ৩. | ছাগল পালন | ২০ | ৮৬,৩৮০ | ৫৪,৬০০ | ৭,৫০০ | ১,৪৮,৪৮০ | ৭,৪২৪ |
| ৪. | নন ফার্ম | ০২ | ৭,৮৭৪ | ১০,৯২০ | ৬৫৮ | ১৯,৪৫২ | ৯,৭২৬ |
| | মোট = | ১৯৭ | ১৪,০৯,৭৫৪ | ৮,১৬,২৭০ | ৬৫,৭৩৩ | ২২,৯১,৭৫৭ | ৪০,৭২৪ |

অতি দরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

**"উন্নয়ন প্রচেষ্টায়- অতিদরিদ্র"** বিষয়ক অধিপরামর্শ কর্মশালার অংশগ্রহনকারীদের ব্যাক্তিগত কর্মপরিকল্পনা

নামঃ------------------------------------ প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ------------------------------------পদবী ঃ------------------------------------

পূর্ন ঠিকানা ঃ------------------------------------ সময় ঃ-------------------- হইতে ঃ-------------------- পর্যন্ত ঃ--------------------

| ক্রমিক নং | কি কাজ/ দায়িত্ব গ্রহনে ইচ্ছুক | কাজটি কোথায় করব | কার সহায়তায়/ কিভাবে করব | উপকারভোগীর সংখ্যা | প্রত্যাশিত ফলাফল কাজ করার পর |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

স্বাক্ষর ঃ------------------------

তারিখ ঃ------------------------